দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

জরুরি অবস্থার মধ্যেও চলছে শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

ক্যাম্পাসগুলোতে অস্বচ্ছল ছাত্রদের টার্গেট করে চলছে কর্মী ভেড়ানোর কাজ

শাহজাহান তুভ

জরুরি অবস্থার মধ্যেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির। রাজপথের মিছিল-সমাবেশ না থাকলেও নয়াকৌশলে অভিনব পন্থায় তারা দলে কর্মী ভেড়ানোর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১১ জানুয়ারী জরুরি অবস্থা জারির পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিবির উঠেপড়ে লেগেছে নিজেদের অবস্থান পাকা করতে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জঙ্গিবাদ, স্বাধীনতাবিরোধী ও জনবিচ্ছিন্ন জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবির অস্বচ্ছল ছাত্রদের প্রধান টার্গেট করে তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দলে টানছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতোমধ্যে শিবির শক্ত অবস্থান তৈরী করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। পৃঃ২ঃকঃ২

জরুরি অবস্থার মধ্যেও চলছে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যত শিবিরের কার্যক্রম বন্ধ। নব্বইর পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কোন মিছিল-সমাবেশ করতে পারেনি। তবে বিভিন্ন সময় চেষ্টা করলেও ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর বাধার মুখে তারা সফল হয়নি। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির নানা পন্থায় কার্যক্রম জোরদারের চেষ্টা চালায়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ছাত্রলীগের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তির সামনে শিবির সুবিধা করতে পারেনি। গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের সঙ্গে সমঝোতা করে শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবস্থান শক্ত করতে থাকে। ছাত্রলীগসহ অপরাপর সংগঠনগুলোকে শায়েস্তা করতে ছাত্রদল শিবিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু শিবিরের সর্বগ্রাসী ভাব বুঝতে পেরে ছাত্রদলের প্রগতিশীল নেতাকর্মীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ নিয়ে কয়েকটি হলে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আবারো কর্মপন্থা পরিবর্তন করে পর্দার অন্তরালে চলে যায় শিবির। তবে ছাত্রলীগসহ বাম সংগঠনগুলো শিবিরের কার্যক্রমের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। গত সরকারের সময়ে এ নিয়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। জোট সরকারের শেষ বছরে আবারো ছাত্রদলের সঙ্গে সমঝোতা করে ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। পরবর্তীতে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ছাত্রদলের সঙ্গে রাজপথে সকল সহিংস কর্মকাণ্ডে শিবির অংশগ্রহণ করে। গত ১১ জানুয়ারী বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর ধরপাকড় শুরু হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ সুযোগে শিবির আবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে তাদের কার্যক্রম জোরদার করে। বর্তমান সরকারের প্রথমদিকে জহুরুল হক হলের এক ছাত্রকে কাটাবনের মেসে নিয়ে জোর করে শিবির করানোর অভিযোগে ওঠে। ওই ছাত্র জানায়, শিবির ছাত্রদের ধরে কাটাবনে নিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেয়। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের প্রতিরোধে ৫ শিবির নেতাকে গ্রেফতার করলেও দু'দিন পর তাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। এরপর কাটাবনসহ আশপাশের মেসগুলোতে গোয়েন্দা নজরদারি বেড়ে গেলে শিবির হলগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। প্রতিদিন ফজরের নামের পর হলের মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে শিবির নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে। এছাড়া রাতের বেলায় হলের ছাদে তারা সভা করে বলে সূত্র জানায়। তাছাড়া কাটাবন মসজিদ বর্তমানে শিবিরের অঘোষিত অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম বর্ষের অস্বচ্ছল ছাত্রদের টিউশনি এবং নগদ আর্থিক সহায়তা দিয়ে দলে ভেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া অন্যান্য বছর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন শিক্ষার্থীদের হলে ওঠালেও অন্যদের কার্যক্রম না থাকায় এবার শিবির এ সুযোগ গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের অনেক শিক্ষক শিবিরের কার্যক্রমে সহায়তা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা কাউকেই সহায়তা করছি না। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা আমাদের কাজ, সেটাই আমরা করছি। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ইনকিলাবকে বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষপাতিত্বের কারণে শিবির ক্যাম্পাসে শক্ত অবস্থান তৈরী করছে। এটা উদ্বেগজনক। এতে জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাহবুব মিলন জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্রশিবির। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শিবিরের কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। অভিযোগ রয়েছে হল প্রভোস্টদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কার্যক্রম চালাচ্ছে শিবির। নিয়মিত কার্যক্রমের সঙ্গে আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রদের থাকা না থাকা তাদের ওপর নির্ভর করছে। জরুরি অবস্থার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন নির্বাচন সম্পন্ন করেছে শিবির। চাকসু নির্বাচন না হওয়ায় হলের ছাত্র সংসদকে সাংগঠনিক অফিস হিসেবে ব্যবহার করছে তারা। প্রতিমাসেই হলে বসবাসরত ছাত্রদের কাছ থেকে হলে থাকার বিনিময়ে চাঁদা তুলছে বলে জানা গেছে। শিবিরের ব্যানারের আড়ালে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে আয়োজন করছে বনভোজন, ফুটবল, ক্রিকেট ও মিলাদ মাহফিলসহ নানা অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে জামায়াতপন্থী অনেক হল প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকসহ প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলতাফ হোসেন জানান, জরুরি অবস্থার মধ্যে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি জামায়াতের ছাত্র সংগঠন শিবির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোদমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ছাত্রহলের সবক'টিতেই তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিটি হলের ডাইনিং চলে তাদের কথামতো। এ নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাকিব উদ্দিন জানান, মতিহারের সবুজ ক্যাম্পাস এখন পুরোপুরি শিবিরের দখলে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আঁতাত করে শিবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের বাদদিয়ে হলগুলোতে নিজেদের নেতাকর্মীদের থাকতে দিচ্ছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া চাঁদাবাজিসহ অন্যসব কাজ নির্বিঘ্নে চলছে বলে জানা যায়।

এছাড়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে শিবির নির্বিঘ্নে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিবির নিষিদ্ধ। বর্তমানে তারা বিভিন্ন ক্যাম্পাসকে টার্গেট করে জঙ্গী তৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সরকার সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করছে। তিনি বলেন, দেশে যে কোন ধরনের জঙ্গী তৎপরতার দায় বর্তমান সরকারকেই বহন করতে হবে। এ ব্যাপারে শিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মির্জা গালিব বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্যান্য সংগঠনের মতো শিবিরের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। তবে অন্যদের মতো শিবিরের নেতাকর্মীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত না থাকায় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। তাই সবাই মনে করছে শিবির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শাবিতে শিবিরের কার্যক্রম

শাবি সংবাদদাতা জানান, জরুরী অবস্থাতেও থেমে নেই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম। নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে শাবি'র দু'টি আবাসিক ছাত্র হলের (শাহপরান ও দ্বিতীয় ছাত্র হল) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে ওই সংগঠনটি। হলে মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়ার কথা থাকলেও দলীয়করণের ভিত্তিতে এখনো তা করা হচ্ছে। এ সুযোগে হলের বিভিন্ন রুমে চলছে শিবিরের সাংগঠনিক কার্যক্রম। হলে সিট দেয়ার কথা বলে নবীন শিক্ষার্থীদের নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হলে সিট পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ৫০টি আসন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যাদের অধিকাংশই শিবিরের কর্মী-সমর্থক। দু'টি হলে প্রায় ২শ ছাত্র এখনো অবৈধভাবে অবস্থান করছে। ছাত্রলীগ শাবি শাখা হলগুলোতে তাদের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে বারবার শরণাপন্ন হলেও এ ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করা হচ্ছে না। সূত্র জানায়, পরিসংখ্যান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মাহমুদুল হাসান শাহপরান হলের ২২১ নং কক্ষের বৈধ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধু ছাত্রলীগ পরিচয় দেয়ার কারণে তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। আবেদনপত্রের মাধ্যমে বিচার প্রার্থনা করলেও দলীয় বিবেচনায় নিয়োজিত প্রভোস্ট হলের বৈধ সিটটিও তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী জানায়, ছাত্রলীগ শাবি শাখার সবচেয়ে বেশী মেধাবী ছাত্রের অবস্থান যদি মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে হলগুলোতে সহাবস্থান নিশ্চিত হবে।